APR. 30 2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ....

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও হত্যার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

.... প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে–যাতে করে বিগত আওয়ামী লীগ শাসন আমলের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া সরকারী কলেজে ২০০০ সালের ২ মার্চ এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে নিহত একজন এসএসসি পরীক্ষার্থিনী, একজন শিক্ষিকা এবং দু'জন কলেজ ছাত্রের শোকাহত পরিবারের সদস্যরা আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ন্যায় বিচার দাবী করলে তিনি একথা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেন। প্রধানমন্ত্রী নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে তাদের জরুরী চাহিদা পূরণে সহায়তার জন্য এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যদের চাকরি প্রদানেরও আশ্বাস দেন।

ঘটনার দিন আওয়ামী সমর্থক উচ্ছৃংখল তরুণদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে নিরীহ ৪ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীরা হচ্ছেন ঃ এসএসসি পরীক্ষার্থিনী শামসুন্নাহার লিপির পিতা আনোয়ারুল ইসলাম, শিক্ষিকা ফজিলাতুন্নেসার পিতা মোহর আলী, কলেজ ছাত্র হাবিবুর রহমানের মাতা আছিয়া খাতুন এবং কলেজ ছাত্র আল-মামুনের মাতা আছিয়া খাতুন। তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, নিহতদের অধিকাংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হলেও শীর্ষ পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চাপের কারণে এ ব্যাপারে কোন মামলা করা যায়নি। তারা বলেন, তাদের বিচারের দাবী 'শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার আমলে নেয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আলী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, কলারোয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম এ সাত্তার এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।